বিষাদ-প্রতিমা।

(নাট্যগীতি)

লুক্রেশিয়া-রচয়িতা

শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত।

ভবানীপুর।

অনুরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

[illegible]ল প্রেসে শ্রীবরদাকান্ত বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক এই অংশ মুদ্রিত।

১২৮৭

কৈলাস-কুসুম-প্রণেতা

অভিন্ন-হৃদয়

শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

সুহৃদ্বরের নামে

এই ক্ষুদ্র নাট্যগীতি খানি

অকৃত্রিম মিত্রতার চিহ্নস্বরূপ

উৎসর্গীকৃত হইল।

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে ভিক্টোরিয়া থিয়েটারের সঙ্গীতাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র পাল এতন্মধ্যস্থ গীতি সমূহের তান লয় সঙ্গত করিয়া দিয়াছেন।

রুক্মিণী-প্রতিমা।

প্রথম দৃশ্য।

দ্বারকা রাজোদ্যান।

(সখীগণ পরিবেষ্টিতা রুক্মিণীর প্রবেশ।)

সখীগণ। ——পিলু—কাওয়ালী।

মধুময় মধুমাসে জগত হাসিল।
শীতল সমীর সুখে প্রদোষে বহিল॥
রজনীর প্রিয়দূতী সুখময়ী সন্ধ্যাসতী
দেখা দিল রসবতী মানসমোহিল॥
নবীন নীরদ কায় নবভাবে শোভা পায়
নীলগগনের গায় শশাঙ্ক শোভিল॥

১ ম সখী। দেখ সখি! প্রদোষের কি শোভা এখন ;
আমরি! দ্বারকা যেন নাচিছে উল্লাসে।
ওই দেখ প্রিয় সখি, অসীম অনন্ত

নীলাম্বু-স্বামীর অঙ্গে, মলয় পবন
ললিত-লহরী-মালা তুলিছে কেমন !
ফুটেছে কতই ফুল। বল দেখি সখি
এ দেখে কি প্রাণ মন আনন্দে নাচেনা ?

রুক্মিণী। খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সখি আমার, কাঁদে কেন প্রাণ।
না জানি কি হবে আজি বিধির বিধান ॥
স্বভাব সুভাব ধরি সুসাজে হাসিছে মরি
তবু কেন প্রাণ কাঁদে কে বুঝে সন্ধান ?
কি করিব প্রাণ সখি হরিষে বিষাদ দেখি
সকল সুখেরি আশা, হলো অবসান ॥

২য় সখী। চিরকাল অবিরত সুখ ভোগ করি
মনের এরূপ ভাব না হয় কাহার ?
বস্তুতঃ স্বজনি ! ইহা বিষাদ তো নয়,
নূতন সুখের সই এ বুঝি অভাব।

রু। না সখি ! কেন যে মোর কাঁদিছে পরাণ,
পারি না বুঝিতে ; কিন্তু অন্তর আমার
জ্বলিছে নিয়ত।

৩য় সখী। কেন সখি হেন ভাবে বৃথা চিন্তা কর ?
কি দুঃখ তোমার সই—চিরন্তন সুখে
প্রেম পাশে হৃষীকেশ বাঁধা যার কাছে ?

রু। চিত্তের উদ্বেগ হায়! বলিব কেমনে?
কেন হেন ভাবান্তর হলো অকস্মাৎ?

সখীগণ। খাম্বাজ—শ্লথ ত্রিতালী।

সুখ-সোহাগ সুরসে সদা স্বজনি লো।
বুঝি বিহরি, বিষাদ এমনি লো॥
প্রাণ-নাথ পাশে চললো উল্লাসে
দূরে যাইবে দুখের রজনী লো॥

রু। তবে চল; কিন্তু সখি নিশ্চয় কহিনু
অশুভ ঘটনা কিছু হইবে প্রভাতে।

সখীগণ। সাহানা—খেমটা।

ভেবোনা ভেবোনা সখি মিছে কেন ভাব বল।
প্রভাতে কলঙ্কী শশী পলাইবে অস্তাচল॥
কোকিল কোকিলা গাবে দুখনিশা দূরে যাবে
কেন ভাব অকারণে ঝরে কেন আখি জল॥
অশেষ কুসুম কলি চুমিয়া চলিবে অলি
উদিবেলো সুখ রবি চল এখন গৃহে চল॥

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(দ্বারকা রাজ-শুদ্ধান্ত)

রুক্মিণী আসীনা, মাধবের প্রবেশ।

মাধব। হাম্বির—কাওয়ালী।

কেন লো কেন লো আজি ভাবিতেছ চন্দ্রাননে
বল প্রিয়ে বল বল কি চিন্তা তোমার মনে ॥
মলিন বদন শশী বিষাদে বিরলে বসি
কেন ভাব সুধামুখি! এত দুখ কি কারণে?
অনুগত আমি তব করি দেখ অনুভব
তবে কেন প্রাণ-সখি কাতরা এমন ঃ—
কর প্রিয়ে অনুমতি সকলি পালিব সতি
কৃপাকরি রসবতি হাসলো চারু বদনে ॥

রুক্মিণী। কেন এ দাসীরে নাথ আর লজ্জা দাও।
যা হোক অন্তর মোর কাঁদিছে সতত।
বুঝি কোন অমঙ্গল ঘটিবে আমার।
যে স্বপ্ন দেখেছি কাল, স্মরিলে সে কথা
এখনো হৃদয় কাঁপে পারি না বলিতে।

মা। কি স্বপ্ন বলনা শুনি।

কৃ। সোহিনী—আড়া।

কি বলি তোমারে নাথ দেখিয়াছি কুস্বপন।
খসিল গগন হতে যেন দীপ্ত হুতাশন ॥
গগনে নবীন রবি ধরিল মলিন ছবি
তরুণ-তপন-অঙ্গ তমসে হলো মগন ॥
কাল মেঘ দেখা দিল রক্ত ধারা বরষিল
মুখ মেলি পান করে শকুনি-গৃধিনী-গণ ॥

এ স্বপন দেখে নাথ পরাণ কাঁদিছে;
কি অশুভ কার হবে প্রকাশ করিয়া
এ দাসীর মনোদুঃখ নাশ হৃষীকেশ।

মা। কুরুকুলে প্রাণেশ্বরি! অচিরে বিষম
দুঃসহ সমর স্রোত হবে প্রবাহিত।
মরিবে অকালে হায় দুষ্ট দুর্য্যোধন
অন্ধপুত্র শত জন মরিবে নিশ্চয়।
তারি পূর্ব্ব চিহ্ন ইহা অন্য কিছু নহে;
এ লাগি বিষণ্ণ কেন তোমার বদন?

কৃ। নাথ! তব সহবাসে
কি ছার স্বর্গের সুখ কি ছার অমরা?
কিন্তু সেস্বপনে কেন কাঁদিছে পরাণ?
প্রিয় সখী কৃষ্ণার কি কোন কষ্ট হবে?

মা। জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

হাসিছে দেখিবে চল কুসুমকানন।
লতাভূষিততরু বন-সুশোভন ॥
প্রভাত সমীর বহিছে সুধীর
ঝরিছে শিশির শোভিছে কেমন ॥
নিশার স্বপনে বিষাদিত মনে
কেন লো প্রেয়সী এখনো কাতরা ঃ—
কোকিল কুহরে কুহু কুহু স্বরে
যেন অনুকরে তোমার বচন ॥

রু। কালাংড়া—জৎ।

নাথ যাইব তোমার সহিত এখনি।
তরুণ-অরুণ সোনার বরণ হে
বিতরিছে চারু কিরণ ঃ—
তায় হাসিয়া সুখে সুখসরে ভাসিয়া
শোভিতেছে কমলিনী ॥

(উভয়ের গাত্রোত্থান ও মাধবের প্রস্থানোদ্যম।)

রু। একি নাথ! কোথা যাও দাসীরে ত্যজিয়া?
কি দোষ দাসীর আজি হলো প্রাণেশ্বর।

মা। রুক্মিণি! ছাড় ছাড়
কৌরব সভায় হায়, দুষ্ট দুঃশাসন
কৃষ্ণার বসন এবে হরিতে উদ্যত।
রু। সে কি নাথ? তাই বুঝি পাঞ্চালীর লাগি
জীবন জ্বলিতেছিল। যাও শীঘ্র এবে।
এ বিপদে পাঞ্চালীরে রাখ প্রাণেশ্বর।
(মাধবের প্রস্থান।)
অবলা সতীর হায়! হেন অপমান?
কুলবালা সভা মাঝে বিবসনা হবে!
ওমা কোথা যাব? কিন্তু এর প্রতিফল
সমুচিত প্রাপ্ত হবে সবংশে কৌরব।
(প্রস্থান)

——oo——

তৃতীয় দৃশ্য।

(অন্তরীক্ষে কুরুকুল লক্ষ্মী)

ললিত—আড়াঠেকা।

বিভাকর বিকাশিল বিভাতিল বিভাবরী
শীতল সমীর বহে সুগন্ধ সঞ্চার করি॥

প্রকৃতির পূরোভাগে
তরুণ-অরুণ-রাগে
পরিল সিন্দূর বিন্দু
আনন্দে সুরসুন্দরী।

দেখি উষা সুন্দরীরে
সময় নীরধি নীরে
ছিল যে বর্ষ তরঙ্গ
লীন হলো সে লহরী।

অই কুমুদিনী সম
অন্তর সরসে মম
আশাফুল ফুটেছিল
সকলি শুকাল মরি।

অরুণ-আলোকে সাজি
পুলকে প্রকৃতি আজি
হাসিল ভাসিল সুখে
মনোদুখ পরিহরি॥

(লক্ষ্মী অন্তর্হিতা হইলে দ্রৌপদী ও সখীগণের প্রবেশ।)

দ্রৌ। দক্ষিণ নয়ন সখি হতেছে স্পন্দিত।

১ ম সখী। কেন এ অশুভ শঙ্কা কর অকারণ,
কি দুঃখ তোমার সখি?
দ্রৌ। উত্তাল তরঙ্গ রাশি হতেছে উত্থিত,
ব্যথিত করিতে চিত্ত অন্তর সাগরে।
২ য় সখী। প্রণয়ীর মনে হেন কত শঙ্কা হয়।
বিশেষ তোমার—যাঁর দরশন লাগি
স্বয়ম্বরে লক্ষ রাজা হলো সমবেত।
দ্রৌ। এ দেহ তরণী এবে বিষাদ সলিলে
ডুবিল, উদ্ধার তারে কে করিবে সখি।
সখীগণ।— খাম্বাজ—কাওয়ালি।
প্রেমনীরে হায় ডুবে যায় যে তরণী। (সখি)
চিরসুখে মনদুখ বুঝিলো এমনি॥
যাঁর বশে প্রাণ পতি দিবসরজনী,
অশ্রুজলে আজি তাঁর তিতিল ধরণী॥
দ্রৌ। পরিহাস করিবার এই কি সময়?
সখীগণ।—
কেন ভাব পরিহাস বুঝিবে এখনি,
এ ত পরিহাস কভু নহেলো স্বজনি॥
দ্রৌ। না সখি! পরাণ মোর কাঁদিছে নিয়ত।
কি যে অঘটন আজি ঘটিবে স্বজনি,
বলিতে পারি না প্রাণ কাঁদিছে বিষাদে।

সখীগণ।——

বসিয়া বিষাদে সুধাননে !
কিসের লাগি, কিবা দুখ তব মনে।
চারু নয়নে সইরে কেন ঝরে জল
মলিন কেন মুখ শশী সুবদনে।

দ্রৌ। সখি! কৃষ্ণা অভাগিনী জনম দুখিনী।
এত অমঙ্গল চিহ্ন দেখিতেছি আজ
কি বলি বচন স্ফুর্ত্তি হয় না আমার।

সখী। ——কালাংড়া—খেমটা

কেন কেন বল আজি কাঁদিছ সই।(রাজবালা)
হাসিছে স্বভাব দেখ না ওই।
জল কি কারণে নলিন নয়নে
কই সে হাসি—বল না কই
আমরা কি দুখের দুখিনী নই ?

(দুঃশাসনের প্রবেশ।)

দুঃ। অক্ষ ক্রীড়া করি সতি! রাজা যুধিষ্ঠির
সর্ব্বস্ব রাজত্ব ধনে জলাঞ্জলি দিয়া
দাস ভাবে সভা মাঝে ভ্রাতৃগণ সহ
সেবিবারে দুর্য্যোধনে আছেন বসিয়া।
তাঁর পণ মত তুমি এবে লো সুন্দরি

(অক্ষজিত দাসী এবে) সেবিবে রাজায়।
রাজ অনুমতি ক্রমে, এসেছি হেথায়
তোমারে লইতে সতি রাজার সদনে।

দ্রৌ। উঃ কি শুনি! নিদারুণ বিধি! এতকষ্ট
আমার অদৃষ্টে ছিল? ওরে পাপ প্রাণ
এ সংবাদ শুনিয়াও রয়েছ দেহেতে?
জননি! জনমভূমি! অভাগী কৃষ্ণারে
এজন্যে কি স্থান দান করেছ উদরে?

দুঃ। সুন্দর বচনগুলি। কিন্তু লো সুন্দরি
এসেছি তোমারে নিতে, চল শীঘ্র করি।
সুখ দুঃখ চক্রসম ঘুরিছে নিয়ত।
একি! এ বিলাপ হায় সাজে কি তোমারে?
পঞ্চ পতি গেল এবে শত পতি পাবে।

দ্রৌ। উঃ কি শুনি!
দ্রুপদ দুহিতা আমি পাণ্ডব প্রেয়সী
ধৃষ্টদ্যুম্ন ভ্রাতা মোর, রে দারুণ বিধি
এই কি আমার দশা হলো অতঃপর।

দুঃ। কাঁদিতে লাগিলে তবু?
(কেশাকর্ষণ করিয়া) তবে এই রূপে
সভাতলে লয়ে যাব—আমি দু শাসন।

দ্রৌ। ছাড়্ ছাড়্ দুরাচার ছেড়ে দে আমারে।
ওরে পাপ প্রাণ আরো চাহকি সহিতে

এরো চেয়ে নিদারুণ কষ্ট। উহুঃ উহুঃ
ছেড়ে দে আমারে ছাড়্ ছাড়্ শীঘ্র করি
সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

কৌরব রাজ-সভা।

পঞ্চ পাণ্ডব, দুর্য্যোধন ও কৌরবগণ আসীন।
(রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীকে টানিতে
টানিতে দুঃশাসনের প্রবেশ।)

দ্রৌপদী। ভৈরবী—আড়া।

অবলার লজ্জা রাখ দুষ্ট দুঃশাসন করে,
দারুণ বিপদে আজি অভাগী দ্রৌপদী মরে।
নিদারুণ অপমানে অবলা জ্বলিছে প্রাণে
বিষম বিষাদানল দহিতেছে কলেবরে।
কেশে ধরি দুঃশাসন করিতেছে আকর্ষণ
কেহ নাই কি কুরুকুলে আমারে উদ্ধার করে।
কুরু কুলবধূ আমি পুরোভাগে পঞ্চস্বামী
দুষ্টমতি দুঃশাসন আমার বসন হরে।

কেন গো পৃথিবী তুমি হলে দাসীর জন্মভূমি
প্রাণ কেন দেহে আছ ! দুঃখ অপমান ভরে।

ভীম। (দণ্ডায়মান হইয়া)
" রহ দুরাচার অধম কৌরব " (দ্রৌ,ব,)
(প্রসারিত হস্তেপথাবরোধ করিয়া অর্জ্জুনের অবস্থিতি।)

ভীম। "অর্জ্জুন ! অর্জ্জুন ! তুমিও কি আজ
পড়ি ইন্দ্রজালে পাপ শকুনির
ঘৃণা, লজ্জা, তেজ হারায়েছ বীর ?
এই কি তোমার উপযুক্ত কাজ ?
দুর্ভেদ্য মৎসাক্ষি বিঁধি তীক্ষ্ণ শরে
এ জন্যে কি পার্থ ! মথি শরজালে
লক্ষ রাজাম্বুধি, কৃষ্ণাসুধানিধি
উদ্ধারিয়াছিলে দ্রুপদ নগরে,——
ফেলিয়া পামর কৌরব চরণে
এ রূপে তাহাকে দলিবার তরে ?
ধিক্ ! লজ্জা, ঘৃণা নাহিকি অন্তরে ?
এসেছ উঠিয়া আমারে বারিতে ?
সর , ত্বরা করি দেহ ছাড়ি পথ
কৌরব-পশুর রুধির-পীযূষে
জুড়াই দারুণ হৃদয়ের জ্বালা
পূরাই কৃষ্ণার প্রিয় মনোরথ। "—(দ্রৌ,ব,)

অ। আর্য্য স্থির হও।
শান্তির সুপথে এবে কর অবস্থান।
এ ক্রোধ তোমার হায় সাজে কি কখন?
" ক্ষমা কর দেব। "

ভী। " বোলোনা ও কথা, ভীমের অন্তরে
নাহি ক্ষমা-লেশ জানে চরাচরে।
প্রতিহিংসা বিনা ভীম নাহি জানে
প্রতিহিংসা মম হৃদয়-মণি ;
যে কেহ বিপক্ষ, পিশাচ কি নর,
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, চারণ, কিন্নর,
আপনি বাসব, রাম কি কেশব,
অথবা নাগেশ বাসুকী ফণী,—
অস্ত্রাঘাতে তনু হইবে অস্থির,
সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া ঝরিবে রুধির ;
যতক্ষণ রবে চেতনা সমীর,
ফুকারিবে ভীম হিংসার ধ্বনি ;
ক্ষমা কভু ভীম যাচেনা কাহার,
ভীমের নিকটে ক্ষমা নাহি কার,
প্রতিহিংসা মম জীবনের সার
প্রতিহিংসা মম হৃদয় মণি।
ক্ষমিব কৌরবে? যবে বাল্যকালে,
খা(ও)য়ায়ে বিষান্ন পাষণ্ড চণ্ডালে

গঙ্গার সলিলে আমারে ভাসালে,
নাগ পুরে গিয়া পাইনু প্রাণ,
সে দিন মহাগ্নি জ্বলেছে অন্তরে,
শমিবে সে বহ্নি যেদিন সমরে
ভীম গদাঘাতে হানি কুরুশতে
রুধিরে করিবে আহুতি দান। ”

নেপথ্যে। ঝিঁঝিট——

আসিল নাশিতে সুখ, দুঃখবিভাবরী।
কুরুকুল এবিপদে বুঝি মজিল আমরি ॥
হইবে পতনতার যার হেন অত্যাচার,
মান হরণ অবলার দয়ামায়া পরিহরি।

ভীম। “ বীভৎস! বীভৎস!
যথার্থ তোমারে যাদব ঈশ্বর
দিয়াছে ও নাম ভারত ভিতরে,——
নহিলে কি কভু হেন অপমানে
হ'ত না হৃদয়ে ঘৃণার সঞ্চার,
অই কেশে ধরি প্রিয়াকে,তোমার
উলঙ্গ করিতে টানিছে অম্বর!
কি আর করিবে গাণ্ডীব তোমার?
অক্ষয় তূণীরে কি করিবে আর?
দেব দত্ত শঙ্খে হইবে কি কাজ?

রক্ষিতে নারিলে প্রেয়সীর লাজ !
যে ভুজের বীর্য্যে ধনেশ-বিজয়
পরাহত যত দিবৌকস-চয়
যার তেজে জিনি রাজন্য-নিচয়
লভিলে ভুবনে বিজয় নাম
কি হইবে আর সে ভুজ দুর্ব্বার,—
হাসিছে দুর্ম্মতি তনয় রাধার,—
ফেলি দাও কাটি অনল মাঝার,
পূরাও শক্রর হৃদয় কাম।
সভায় বসিয়া আছ পঞ্চজন,
কাঁদিছে পাঞ্চালী অনাথা যেমন
করিছে বিদ্রূপ পশু সভাজন
তিলেক হৃদয়ে নাহিক দুখ !
রয়েছ বসিয়া হেথা পাঁচ ভাই,
যাচিছে পাণ্ডবী অপরের ঠাঁই
আপনা রক্ষিতে পামর হইতে—
কেমনে লোকেতে দেখাবে মুখ ?
ফেলহ ছিঁড়িয়া শ্রবণ পটহ ;
উৎপাটিয়া ফেল নয়ন যুগলে,
বধিরান্ধ হয়ে বোসো সভাতলে,—
দেখিতে শুনিতে হবে না কিছু।"

অর্জ্জুন। "ক্ষমা কর দেব !

" কোন ভাই তব এমন বর্ব্বর
এত অপমানে নাহি লজ্জা মানে
নির্ঘৃণ নির্জীব শবের প্রায় ?
কিন্তু আজি সবে ধর্ম্মের বন্ধনে
আবদ্ধ আমরা, এবে সে কারণে
নিকৃষ্ট-হৃদয় যত দুরাশয়
উপহাস করি নিষ্কৃতি পায়।
হীন ক্ষুদ্র কীটে দলিলে চরণে
উলটি তখনি করে সে দংশন,
এই মর্ম্মভেদী দুঃসহ বেদনা
সহে কি নীরবে পাণ্ডুর নন্দন ?
কিন্তু আমাদের সে দিন ত নাই,
অক্ষজিত দাস আজি পঞ্চ ভাই,
যাচুন পাঞ্চালী ঈশ্বরের ঠাঁই
দুস্তর বিপদে উদ্ধার তরে।
ক্ষমা কর রোষ, তোমা হেন জন
করে যদি আজ তেজ প্রদর্শন
সাধু ধর্ম্মপথ হয়ে বিস্মরণ,
কি করিবে তবে ইতর নরে।
" ধার্ম্মিক পাণ্ডব " বলিয়া সংসারে
ঘোষে নারীনর ; আজ রোষ ভরে
কেন কলঙ্কিবে, সে পবিত্র নাম

চিরমিত্র ধর্ম্মে বিসর্জ্জন ক'রে ?
সোদর-বৎসল রাজা যুধিষ্ঠির।
সদা ধর্ম্মরত সুধীর প্রকৃতি,
দুর্ম্মতিগণের কুচক্রে পড়িয়া
চেয়ে দেখ আজ কি তাঁর দুর্গতি !
হিড়িম্ব-কির্ম্মির-ঘাতি মহাভুজে
ধরিতে সুছত্র শিরোপরে যাঁর
মানিক্য-খচিত সিংহাসন ত্যজি
ধূলায় আসন হায় আজি তাঁর !
রাজসূয় কালে শিরে যুড়ি কর
ছিল দাঁড়াইয়া রাজন্য-নিকর
যাঁর পুরোভাগে, যদু কুলেশ্বর
প্রণত আপনি যাঁহার পায় ;
আজ তিনি বসি ক্রীত দাস সনে
বহিছে সলিল কাতর নয়নে
দুর্বাক্ অশনি হানিছে দুর্জ্জনে
কেমনে অবজ্ঞা করিবে তাঁয় ?
কেমনে স্নেহের কনিষ্ঠ হইয়া,
এদুঃখের মাঝে তাঁহারে হেলিয়া.
নিত্য ধর্ম্মপথে জলাঞ্জলি দিয়া.
ক্রোধবশে তেজ দেখাবে আজ ?
হাসিবে বিপক্ষ সহোদর-ভেদে,

কাঁদিবেন মাতা শুনি মহাখেদে;
বিপন্না কৃষ্ণাও কাঁদিবে বিষাদে,
কাঁদিবেন শোকে দ্রুপদ-রাজ;
কাঁদিবে তোমার অনুজ সকল,
কাঁদিবে প্রজারা নৃপতি বৎসল,
ধর্ম্ম-ক্ষয়-তরে সুবিষাদ-ভরে
কাঁদিবে প্রেতাত্মা পিতৃলোকদল।
তুমি নিজে যদি বিপক্ষের প্রায়
কর অবমান পাণ্ডব-পতিরে;
অপর প্রজারা কে তাঁরে মানিবে
ক্ষমা কর দেব! চল বসি ফিরে।" দ্রৌ,ব.
(উভয়ের উপবেশন।)

দুঃ। আর কেন কৃষ্ণা কি লজ্জা তোমার?
বিবসনা হও।

ভী। শুন চন্দ্র সূর্য্য শুন গ্রহগণ
স্বর্গ হতে শুন অদিতি-নন্দন
এই গদা হাতে করিলাম পণ
দুঃশাসনে আমি দিব প্রতিফল।
মুছিয়া ফেলিব এই অপমান
বধিব উহার বধিব পরাণ
করিব অঞ্জলিভরি রক্ত পান
ওই পাপিষ্ঠের চিরি বক্ষঃস্থল।

যেইদিনে প্রতিশোধ লইব ইহার,
অমৃতে পূরিবে দগ্ধ হৃদয় আমার ॥

দুর্য্যোধন। " ভাই দুঃশাসন!
দুর্ম্মুখ ভীমের প্রগল্‌ভ বচন
শুনেকি তুমিও হয়ে ভীত মন
রয়েছ দাঁড়ায়ে মূরতি-মত।
দাসী মোর কৃষ্ণা আন কেশে ধরি
হরিয়া বসন ফেল নগ্ন করি
পঞ্চ পতি যার, কি লজ্জা তাহার
দেখুক সৌন্দর্য্য সভাস্থ যত। " (দ্রৌ, ব.)
এসলো সুন্দরি বস উরস্থলে
দেখুক সে শোভা সভাস্থ সকলে
নয়ন ভরিয়া তোমারে হেরিয়া
সার্থক করিব জীবন মোর।

ভী। ওরে দগ্ধ নেত্র এ দৃশ্য দেখিলে?
শ্রবণ শুনিলে? বুঝিলে হৃদয়?
অপমানে রক্ত শিরায় শিরায়
বিদ্যুতের বেগে প্রবাহিত হয়।
এত অপমান হইল সহিতে
হইল এ দৃশ্য নয়নে দেখিতে?
কি বলি? কি করি? রে পাপ প্রাণ!
এখনো রয়েছ সুস্থির হয়ে!

যে উরু দেখালে আজি দুর্য্যোধন
সমরে সে উরু ভাঙ্গিব এ পণ
ওই শত জন অন্ধের নন্দন
হইবে দলিত ধুলির প্রায়।
আমি ভীম এই গদার প্রহারে
এর প্রতিফল দিবই উহারে
দেবতা দানব পন্নগ মানব
কেহই নারিবে রোধিতে তায়।
দু। কেন ক্রোধ কর ওহে বৃকোদর
এবে দাস তুমি আমার গোচর
প্রভুর সম্মুখে দাসের উত্তর
সম্ভবে কোথায় শুনেছ কবে ?
হয় বল, এই কৃষ্ণার উপর
একা যুধিষ্ঠির নহেন ঈশ্বর
তোমা সবাকার সম অধিকার
পণ রাখা তাঁর বিফল হবে।
তোমা সবা পণ রাখিয়া কেমনে
খেলে যুধিষ্ঠির শকুনির সনে
তাঁর সত্ব নাই বল এই ক্ষণে
এখনি ছাড়িব কৃষ্ণার কেশ।
নতুবা নীরবে ক্রীতদাস মত
থাক হে বসিয়া কেন গর্ব্ব এত ?

ভীম। (বসিয়া) " ভাই সহদেব! যে ভুজের বলে
বিদারিত সন্ধ জরাসন্ধ ভীম
গেল যমালয়ে আজি কি সে ভুজে
রাখিব সেবিতে অন্ধ পুত্র দলে ?
দেহ রে সত্বর জ্বালিয়া অনল,
কর প্রিয় কাজ, ক্ষত্র ধর্ম্মসহ
পোড়াইব আজি জ্বলন্ত হুতাশে
ব্যর্থ ভার মম এ বাহুযুগল। " (দ্রৌ, ব,)

স। " ধৈর্য্য ধর দেব
অবসান প্রায়, এ দুঃখ শর্ব্বরী।
(দ্রৌপদীর প্রতি) কাঁদিও না দেবি বৃথা সভাসয়ে
ডাকি পুনঃ পুনঃ অনাথ স্মরণ
যদুকুলেশ্বরে স্মর গুণবতি
হইবে ত্বরায় দুঃখ বিমোচন। " (দ্রৌ, ব,)

দ্রৌ। " কোথায় রুক্মিণী-হৃদয়-রঞ্জন!
নিদারুণ দুঃখে ব্যাকুল হৃদয়ে
অভাগিনী কৃষ্ণা ডাকিছে তোমারে
কর আসি ত্বরা দুঃখ বিমোচন।
হে মধুসূদন! বড় যে আদরে
ডাক এ দাসীরে প্রিয় সখী বলি
চেয়ে দেখ আজ কি তার দুর্গতি
নির্দ্দয় পাষণ্ড বিপক্ষের করে।

পাণ্ডবের সখা বলিয়া তোমারে
জানে ত্রিভুবন, দেখ আসি আজ
পাণ্ডুকুল বধূ পাণ্ডব প্রিয়ারে
করে বিবসনা রাজসভা মাঝে।
দেখ চেয়ে ওই, বসি দাস সনে
সখাগণ তব সবে অধোমুখ,
কোথা সিংহাসন রাজ আভরণ
মুখ দেখে মরি দুঃখে ফাটে বুক!
কি দুঃখ, কি দুঃখ, যাদের বিক্রমে
লক্ষ রাজ বল হলো পরাহত
আজ তারা কাঁদে অবলার মত
দুঃখ অপমান দেখিয়া আমার।
নাশ পতিদের দাসত্ব শৃঙ্খল
ওমা কোথা যাব! কি হবে আমার?
বলে টানে বাস না পারি রাখিতে
নিবার নিবার লজ্জা অবলার।"

দুঃ। বিবসনা হও, আর কেন? (আকর্ষণ)

(নেপথ্যে প্রলয় বৃষ্টির শব্দ।)

দ্রৌপদী। ঝিঝিট—খাম্বাজ।

কোথা ওহে হৃষীকেশ এদাসী স্মরণ করে।
দেখা দেহ দুখিনীরে দুর্জ্জনে বসন হরে॥

দানব-দলন-কারী দুর্জ্জনের দর্পহারী
দেখা দেহ দনুজারি দুখিনী তোমারে স্মরে।
পাণ্ডবের প্রিয় সখা এসময়ে দেহ দেখা।
তোমা বিনা লজ্জা রাখা সম্ভবে না কুরুপুরে॥

(সভাস্থলে বস্ত্র রাশীকৃত করণ ও
কিন্নরীগণের আবির্ভাব।)

কিন্নরীগণ। সাহানা দাদড়া।

সতী জগতীতলে তুমি লো সুন্দরি।
দানবারি তব রক্ষক আমরি॥
অসীম সুবসন, স্বর্গ সুশোভন
কে হরিবে, তোমার সখা শ্রীহরি॥
দিতেছি ফুল হার করেতে তোমার
মনের সুখে মোরা সব কিন্নরী॥

যবনিকা পতন।

---

*Printed and Published by Umes Chundra Nundi
the Sudhaker Press 44, Russa Road Bhowanipore.*